১। **মহাভারত সম্পাদনা ঃ** গুপ্তযুগে মহাভারতের সম্পাদনার বিশাল কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হয়। একথা সত্য, সুদূর অতীত থেকে মহাভারতের কাহিনি প্রচলিত ছিল। কিন্তু গুপ্তযুগে 'মহাভারত'-এর, সম্পাদনা এমনভাবে করা হয় যে, তা এক সম্পূর্ণ নতুন সাহিত্যের রূপ নেয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে মহাভারতের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ তা হলো ভারতবাসীর জাতীয় ঐতিহ্য, ধর্ম, রাজনৈতিক ও নৈতিক বোধের ধনভাণ্ডার।

২। **পুরাণ সম্পাদনা ঃ** গুপ্তযুগে পুরাণগুলি সম্পাদনা করা হয় কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে। যতদূর মনে হয় ভারতীয় জীবন থেকে কুষাণ, গ্রিক, পহ্লব প্রভৃতি বিদেশি জাতিগুলির প্রভাব দূর করবার জন্য এই প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল।

৩। **কালিদাস ঃ** বহুসংখ্যক খ্যাতনামা সাহিত্যিক তাঁদের সাহিত্যসাধনার দ্বারা এই যুগকে সমৃদ্ধ করেছেন। কালিদাস-রচিত 'শকুন্তলা', 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব' প্রভৃতি নাটক বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কালিদাস মহাভারতের শকুন্তলা কাহিনি থেকে শকুন্তলা নাটকের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছিলেন। এই নাটকের কাহিনি নির্মাণ, চরিত্র চিত্রণ, নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি ও কবিত্বে কালিদাসের প্রতিভা বিচ্ছুরিত হয়েছিল।

৪। **অন্যান্য সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব ঃ** 'মৃচ্ছকটিকম্' প্রণেতা শূদ্রক, 'মুদ্রারাক্ষস' প্রণেতা বিশাখাদত্ত, বৌদ্ধ দার্শনিক ও গ্রন্থকার **বসুবন্ধু**, 'এলাহাবাদ-প্রশস্তি'র রচয়িতা **হরিষেণ** প্রমুখের রচনায় এই যুগকে সাহিত্যসম্ভারে সমৃদ্ধ করেছিল।

❑ **উপসংহার ঃ** গুপ্তযুগে ভারতের অভাবনীয় সাংস্কৃতিক অগ্রগতির চরিত্র সম্পর্কে দুটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। **প্রথমত,** জার্মান ভারততত্ত্ববিদ্ **ম্যাক্স মূলার** গুপ্তযুগের সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকে হিন্দুধর্মের নবজাগরণের যুগ (Hindu renaissance) বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ গুপ্ত পরবর্তী কোনো সময়ই, যথা মৌর্যযুগ ও কুষাণ রাজত্বকালে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির অগ্রগতি ব্যাহত হয় নি এবং বিবর্তনের স্রোত রুদ্ধ হয়ে যায় নি।

Scanned with CamScanner